যুগান্তর

তারিখ 18 NOV 2012 পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বছরের শুরুতেই শিক্ষক আন্দোলন সরকারপন্থী ও বিরোধী গ্রুপ একাট্টা

যুগান্তর রিপোর্ট

নতুন বছরে রাজপথে নামছেন শিক্ষকরা। সরকারপন্থী ও সরকারবিরোধী উভয় শিবিরই এরই মধ্যে পৃথকভাবে এ ঘোষণা দিয়েছে। দিয়েছে আলটিমেটামও। সরকারবিরোধীদের একদফা দাবি চাকরি জাতীয়করণ। ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে এ ব্যাপারে সরকার কোন ঘোষণা না দিলে ১০ জানুয়ারি থেকে তারা সারাদেশের স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় তালা ঝুলিয়ে দেবে। একইদিন পর্যন্ত আলটিমেটাম দিয়েছেন সরকারপন্থী শিক্ষকরা। শনিবার রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এক মহাসমাবেশ থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত আলটিমেটাম দেয়া হয়। তাদের দাবি, শিক্ষা ব্যবস্থার জাতীয়করণসহ ১৭ দফা দাবি। দাবি আদায় না হলে ১২ জানুয়ারি থেকে সারাদেশের সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবিরাম শিক্ষক-কর্মচারী ধর্মঘট শুরু করবেন তারা। এ ব্যাপারে সরকার সমর্থক শিক্ষক সংগঠনগুলোর বৃহৎ মোর্চা শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের অন্যতম আহ্বায়ক অধ্যক্ষ মোঃ শাহজাহান আলম সাজু বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয়করণ ও শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন এমন সময়ের দাবি। ১শ' টাকা বাড়ি ভাড়া এবং দেড়শ' টাকা চিকিৎসা ভাতা শিক্ষকদের সঙ্গে রসিকতা ছাড়া আর কিছু নয়। এ বাস্তবতাকে অস্বীকার করে শিক্ষকদের কাছ থেকে মানসম্পন্ন শিক্ষাদান আশা করা যায় না

বিপরীত দিকে বিএনপিপন্থী শিক্ষক-কর্মচারীদের বৃহৎ মোর্চা শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ মোঃ সেলিম ভূঁইয়া বলেন, শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষার মান উন্নয়নের ব্যাপারে বর্তমান সরকারের বাণাড়ম্বরই বেশি। এ সরকারের আমলে শিক্ষকদের ভাগ্যের কোন উন্নয়ন ঘটেনি। একটি দাবিও পূরণ করেনি সরকার। তিনি বলেন, সম্প্রতি বিভিন্ন দাবি-দাওয়া মেনে নেয়ার যে সব কথা বলা হয়েছে, যাতে সরকারের কোন প্রকার আর্থিক সংশ্লিষ্টতা নেই। শিক্ষকদের সঙ্গে সরকার এক ধরনের প্রতারণারই আশ্রয় নিয়েছে এর মাধ্যমে।

সরকার সমর্থক শিক্ষক-কর্মচারীদের সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে বৃহস্পতিবার শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে এক রুদ্ধদ্বার বৈঠক হয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। জানা গেছে, ওই বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী দাবি মেনে নেয়ার ব্যাপারে আশ্বস্ত করেন। একইসঙ্গে ১৭ নভেম্বরের শিক্ষক সমাবেশ না করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তবে বৈঠকে শিক্ষক নেতারা মন্ত্রীকে জানান, মাঠপর্যায়ে শিক্ষকদের সংগঠনে ধরে রাখতে আন্দোলনের কর্মসূচি দেয়া এবং শিক্ষক সমাবেশ করা ছাড়া বিকল্প নেই। সরকারের আচরণে শিক্ষকরা ক্ষুব্ধ। তবে ২৮ নভেম্বর জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের সমাবেশ স্থগিত করা হয়েছে। ওইদিন বিরোধী দলের রাজনৈতিক কর্মসূচি থাকায় স্থগিত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংগঠনের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ।

সরকারবিরোধীদের কর্মসূচি : বিরোধী দল সমর্থক শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য জোট চাকরি জাতীয়করণের ১ দফা দাবি মেনে নেয়ার জন্য ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে সরকারকে। দাবি আদায় না হলে তারা ১০ জানুয়ারি থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট শুরু করবে। এ দাবিতে ঐক্য জোটের কেন্দ্রীয় নেতারা সারাদেশে শিক্ষক সমাবেশ করে শিক্ষকদের ঐক্যবদ্ধ করছেন। শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য জোটের চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ মোঃ সেলিম ভূঁইয়া আজ লালমনিরহাটে ও বিকালে কুড়িগ্রামে এবং আগামীকাল সকালে গাইবান্ধায় ও বিকালে বগুড়ায় শিক্ষক সমাবেশ করবেন। তিনি ২৭ আগস্ট শিক্ষক স্বার্থবিরোধী প্রজ্ঞাপন বাতিল না হলে আইনের কাঠগড়ায় সরকারকে দাঁড়াতে হবে বলে হুমকি দেন। বলেন, এজন্য প্রস্তুতি চলছে।

তবুও সরকারপন্থীদের কর্মসূচি : মন্ত্রীর অনুরোধের পরও শনিবার সরকার সমর্থক শিক্ষক মোর্চা শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যপরিষদ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শিক্ষক সমাবেশ করেছে। শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয়করণ ও শিক্ষানীতি বাস্তবায়নসহ ১৭ দফা দাবিতে সমাবেশ থেকে সরকারকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত আলটিমেটাম দেয়া হয়। এ সময়ের মধ্যে দাবি মেনে না নিলে ১২ জানুয়ারি থেকে সারাদেশের সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবিরাম শিক্ষক-কর্মচারী ধর্মঘট শুরু করবেন তারা। ওই সমাবেশে সারাদেশ থেকে ১০-১৫ হাজার শিক্ষক যোগ দিয়েছেন বলে শিক্ষক নেতারা জানান। শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যপরিষদের অন্যতম আহ্বায়ক অধ্যক্ষ আতিয়ার রহমানের সভাপতিত্বে সমাবেশে ড. নূর মোহাম্মদ, অধ্যক্ষ মোঃ শাহজাহান আলম সাজু, রঞ্জিত কুমার সাহা প্রমুখ বক্তৃতা করেন।